তারিখ 30 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সংবাদ

সাতক্ষীরার ঐতিহ্যবাহী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ

জোরপূর্বক প্রধান শিক্ষকের পদ দখল দুর্নীতি অব্যবস্থাপনায় ধ্বংসের মুখে স্কুল

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী কায়দায় সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠে প্রধান শিক্ষকের পদ দখল করার অভিযোগ উঠেছে আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে। এছাড়া সরকারি পরিপত্রের অমান্য করে একই কায়দায় সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আ'লীগের নেতা মোজাম্মেল গাইন। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাটের কারখানা বানিয়েছেন তিনি। বিদ্যাপীঠের দেড় কোটি টাকারও বেশি আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধ একটি চক্রের হোতা আবদুল হাকিম ও মোজাম্মেল গাইনের দাপটের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পান না এলাকার কেউ। দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠটি।

আদালত ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চাম্পাফুল আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যাপীঠে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সাফল্য রয়েছে। তবে সভাপতি হিসেবে মোজাম্মেল হক আসীন হওয়ার পর থেকে দুর্নীতি গ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটিতে। বিদ্যালয়টি তার পুরনো ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে। লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটি।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিদ্যালয়ের সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষার্থীদের পাওনাদি পরিশোধের লক্ষাধিক টাকা প্রতি মাসে পকেটস্থ করেন সভাপতি নিজেই। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব জমি আছে ১৭ বিঘা। এই জমির হারি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পুরোটাই পকেটে ভরেন সভাপতি। তাছাড়া শিক্ষক প্রতি ১০ লক্ষাধিক টাকা উৎকোচ নিয়ে তিনি এ পর্যন্ত ৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। চাম্পাফুল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ায় তার দাপটে এলাকার কেউ মুখ খুলতে সাহস পান না।

এছাড়া অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতির পদ দখল করে আছেন চাম্পাফুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল গাইন। ২০০৯ সালে ঘোষিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী কোন আসামি বিদ্যালয়ের সভাপতি হওয়ার বিধান না থাকলেও যশোর শিক্ষা বোর্ড মোজাম্মেল গাইনকে সভাপতি করে গত ৯ মার্চ চিঠি ইস্যু করে।

এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের সচিব আমির হোসেন মোল্যা জানান, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত অথবা সাঁজাপ্রাপ্ত ছাড়া বিধিসম্মতভাবে অন্যদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়।

২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলামের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। সরকারি বিধি অনুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষক স ম আবুল খায়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হওয়ার কথা। তবে সরকারি বিধি অমান্য করে সভাপতি মোজাম্মেল গাইনের যোগসাজশে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হন ধর্মীয় শিক্ষক মাও. মোজাম্মেল হক। এছাড়া ২৪ তারিখে শহিদুল ইসলামের চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও ২৬ তারিখে তিনি বিধিবহির্ভূতভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভায় সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গুঞ্জন রয়েছে, সাত লাখ টাকা ডোনেশন সভাপতিকে পাইয়ে দেয়া ও নিজের অপকর্মের দায়মুক্তি পেতে তিনি সাবেক একজন করণিক ও ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুল হাকিমকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তার এ চক্রান্তের বিষয়টি বুঝতে পেরে ৯ ফেব্রুয়ারির নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখতে ৮ ফেব্রুয়ারি আর্জিজুল হাকিম নামের একজন অভিভাবক সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করেন। আবেদন প্রাপ্তির পরপরই তৎকালীন জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত না করেই বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদকে ১২ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন। নিয়োগ বোর্ড গঠনের আগের দিন রাতে শহীদুল ইসলাম প্রত্যেক চাকরি প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি চিঠি পৌঁছে দেন। তবে স্থান হিসেবে মোজাহার মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের নাম লেখা থাকলেও ভেন্যু হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দফতরকে ব্যবহার করায় ছাবিলুর রাসেদ নামের একজন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এভাবেই তঞ্চকতা করে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয় আবদুল হাকিমকে।

মামলা থাকা সত্ত্বেও সভাপতি পদে বহাল তবিয়তে আ'লীগ নেতা! তাঁর বিরুদ্ধে স্কুল তহবিলের দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

তার এ নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে ১৭ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য আবুল কালাম ও আজিজুল হাকিম সাতক্ষীরা যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একটি মামলা করেন। আর্জিতে উল্লেখ করা হয়, সরকারি পরিপত্র লঙ্ঘন করে সহকারী প্রধান শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পরীক্ষার আগের দিন প্রবেশপত্র প্রার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়াসহ নিয়োগকৃত প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে ঘুষ লেন-দেনের অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি আদালত প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন জারি করেন। আদালত একই সঙ্গে বিবাদীদের নিকট শোকজ করেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করতে বলেন। তবে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক জবাব দাখিল না করে সহকারী প্রধান শিক্ষক স ম আবুল খায়েরকে বিনা অজুহাতে সাময়িক বহিষ্কার করেন।

পরবর্তীতে ৭ এপ্রিল বাদীপক্ষ আদালতে রেজুলেশন খাতা জব্দের আবেদন জানালে আদালত ২২ এপ্রিল তা জব্দের নির্দেশ দেন। সেই থেকে রেজুলেশন খাতা আদালতে জব্দ রয়েছে।

সর্বশেষ যুগ্ম জেলা জজ আদালত রিপতি বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। পাশাপাশি সহকারী প্রধান শিক্ষক সম আবুল খায়েরকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার আদেশ দেন।

চলতি বছরের ১১ মার্চ বিপুলসংখ্যক সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় সভাপতি মোজাম্মেল গাইন আবদুল হাকিমকে প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসিয়ে দেন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স ম আবুল খায়েরের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। সেই থেকে বহাল তবিয়তে প্রধান শিক্ষকের পদ দখল করে আছেন আবদুল হাকিম।

তবে অভিযোগ রয়েছে, রেজুলেশন খাতা আদালতে জব্দ থাকলেও গত ১৪ মার্চ নতুন ক্রয়কৃত খাতায় অবৈধভাবে পরিচালনা পরিষদের সভা করা হয়েছে। আবদুল হাকিম বলেন, উচ্চতর আদালতের রায়ের ভিত্তিতেই রেগুলার কমিটির সভাপতির নির্দেশক্রমে তিনি প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেছেন। জোরপূর্বক পদ দখল করার বিষয়ে তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তিনি প্রধান শিক্ষক পদে চাকরি পেয়েছেন। আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি এতদিন যোগদান করতে পারেননি।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোজাম্মেল গাইন আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সব কিছু পরিচালিত হয়। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, উচ্চতর আদালতের আদেশের ভিত্তিতেই সবকিছু করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের বিষয়ে তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নুর মোহাম্মদ তেজারত বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশনা পেয়ে নিয়োগ বোর্ড গঠন বিধিসম্মত হয়েছে কি-না, তা খতিয়ে দেখে আমি কোন ত্রুটি পাইনি।

এ বিষয়ে তৎকালীন কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ ফারুক আহমেদ সেল ফোনে জানান, জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা পেয়ে তিনি জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অনুরোধ জানান। নিয়োগ বোর্ড গঠনের আইনগত কোন ত্রুটি নেই, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের এমন প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ১২ তারিখে বোর্ড গঠন করতে বলা হয়েছে। আর ইন্টারভিউ কার্ডে ভেন্যু হিসেবে মোজাহার মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের নাম লেখা থাকলেও তার দফতরে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, মোজাহার মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে নিয়োগ বোর্ডের ভেন্যু হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় তার দফতরে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স ম আবুল খায়ের বলেন, গত ১১ মার্চ অফিসিয়াল কাজে তিনি সাতক্ষীরায় যান। তার অনুপস্থিতিতে সভাপতি মোজাম্মেল গাইন অর্ধ-শতাধিক সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। তারা সন্ত্রাসী কায়দায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এছাড়া শিক্ষক হাজিরা খাতায় আবদুল হাকিমকে প্রধান শিক্ষকের স্থানে স্বাক্ষর করান। পরে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আস্ফালনমূলক হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসীরা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। এসব ঘটনায় তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১৫ তারিখে কালীগঞ্জ থানায় একটি জিডি করেন।

আবুল খায়ের আরও বলেন, সন্ত্রাসী কায়দায় যেভাবে প্রধান শিক্ষকের পদ দখল করা হয়েছে সেটি নিন্দনীয়। তারা অতীতে আমাকে সাসপেন্ড করেছিল। আর সর্বশেষ আমার কক্ষে তালা মেরেছে। শিক্ষক হিসেবে এ দুঃখ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। আবদুল হাকিমের নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অবৈধ। উচ্চতর আদালত নিম্ন আদালতের আদেশের ওপর স্টে অর্ডার দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের পদ ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলেননি। তাছাড়া তার নিয়োগের বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে তারই সম্পন্ন করার কথা।

উচ্চতর আদালতের আদেশের বিষয়ে আবুল খায়ের বলেন, আগামী ২৮ মে উচ্চতর আদালতে শুনানির দিন ধার্য আছে। তার আগে আবদুল হাকিমের প্রধান শিক্ষকের পদে জোরপূর্বক বসা কোনভাবেই বৈধ নয়।

এ বিষয়ে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অধিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক আবদুল হাকিম বলেন, নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রিভিশন মামলা করা হয়েছিল। আদালত চার মাসের জন্য পূর্ববর্তী আদেশের ওপর স্টে অর্ডার দিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।